দৈনিক সংবাদ

তারিখ .... MAR. 04 2002

পৃষ্ঠা .... কলাম ....

ইংলিশ মিডিয়াম ও কিন্ডার গার্টেন

বিদেশী পাঠ্য বইয়ের ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ নেই

রফিকুল বাসার ঃ ইংলিশ মিডিয়াম ও কিন্ডার গার্টেন স্কুলগুলোতে ইচ্ছামতো বিদেশী বই পড়ানো হচ্ছে। এগুলো দেখার জন্য সরকারের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, সরকার কিন্ডার গার্টেন ও ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলোর জন্য নতুন নীতিমালা গঠন করছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও জাতীয় পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের অনুমতি ছাড়া স্কুলগুলো পাঠ্যক্রম পরিচালনা করছে। উন্নত শিক্ষার নামে সম্পূর্ণ বাণিজ্যিক চিন্তা-ভাবনায় গড়ে উঠছে এসব স্কুল। বেশিরভাগ স্কুলই বিদেশী কোন স্কুল-কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের নামকরণে গড়ে উঠেছে। পড়াশুনার পাশাপাশি কিছু কিছু স্কুলে রপ্ত করানো হচ্ছে বিদেশী সংস্কৃতি। এরা কখনো কোথাও জবাবদিহিতা করে না বা জবাবদিহিতা করার মতো কোন ক্ষেত্রও সেভাবে সরকারের পক্ষ থেকে গড়ে ওঠেনি। স্কুল পরিচালনা, বেতন কাঠামো, ভর্তি ফি, ভর্তি প্রক্রিয়া সবকিছুই তাদের নিজস্ব নিয়মে হয়। ভর্তি ফি বা মাসিক বেতন নির্ধারণের কোন নির্দিষ্টতা নেই। যে যার ইচ্ছামতো বেতন ও ভর্তি ফি নিয়ে থাকে।

গত সরকারের শেষের দিকে এসব স্কুলের বিভিন্ন তথ্য চেয়ে কয়েকবার পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়া হয়েছিল; কিন্তু সে বিজ্ঞাপনের পরিপ্রেক্ষিতে আশানুরূপ সাড় পাওয়া যায়নি। মাত্র ৫শ' ৮৪টি স্কুল তাদের তথ্য পাঠায়। বাকি কোন স্কুল বিজ্ঞাপনের পরিপ্রেক্ষিতে কোন উত্তর পাঠায়নি। ৫শ' ৩টি কিন্ডার গার্টেন স্কুল, ৪৮টি জুনিয়র ক্যামব্রিজ স্কুল ও ৩৩টি সিনিয়র ক্যামব্রিজ স্কুল তাদের তথ্য পাঠায়। তবে এর মধ্যে পাঠ্যক্রমের বই পাঠায় মাত্র ৬২টি প্রতিষ্ঠান। জাতীয় পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃপক্ষ অবশ্য সেসব বই এখনো পর্যবেক্ষণ করে দেখেনি বলে বোর্ড সূত্রে জানা গেছে।

ঢাকা শহরসহ দেশের জেলা ও থানা পর্যায়ে অসংখ্য কিন্ডার গার্টেন স্কুল গড়ে উঠেছে। এসব স্কুলের বেশিরভাগ বাণিজ্যিকভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। ঢাকাসহ বিভাগীয় শহরগুলোতে আবাসিক এলাকার মধ্যে দু' তিনটি ঘর ভাড়া নিয়ে পরিচালনা করা হচ্ছে স্কুলের কার্যক্রম। সরকারি প্রাথমিক স্কুলগুলোতে শিক্ষার মান তুলনামূলক খারাপ হওয়ায় অভিভাবকরা ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি করছে কিন্ডার গার্টেন স্কুলগুলোতে। সরকার কিন্ডার গার্টেন ও ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলোতে টেক্সট বুক বোর্ডের অনুমোদিত পাঠ্যবই পড়াশোনার জন্য এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে সঠিক পরিচালনার জন্য নতুন নীতিমালা তৈরি করছে। অল্প কিছু দিনের মধ্যে এ নীতিমালা মানতে বাধ্য করা হবে স্কুলগুলোকে।